জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩

২৬ ফেব্রুয়ারি-৪ মার্চ ২০১৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রক্ষা করলে জাটকা মাছ
ইলিশ পাবেন বারো মাস

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৪ ফাল্গুন ১৪১৯
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাটকা নিধন রোধকল্পে ২৬ ফেব্রুয়ারি-৪ মার্চ 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে প্রতিপাদ্য 'রক্ষা করলে জাটকা মাছ, ইলিশ পাবেন বারো মাস' নির্ধারণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, প্রাণিজ আমিষের যোগান, দারিদ্র বিমোচন এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে এ মাছ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের জাটকাই আগামী দিনের সকলের অতিপ্রিয় বড় ইলিশ। দেশের নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ইলিশ উৎপাদন সহনশীল পর্যায়ে ধরে রাখার জন্য জাতীয়ভাবে গ্রহণ করা হয় জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, প্রচার মাধ্যম ও আপামর জনগণ, বিশেষ করে মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে অপরিহার্য।

আমি 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

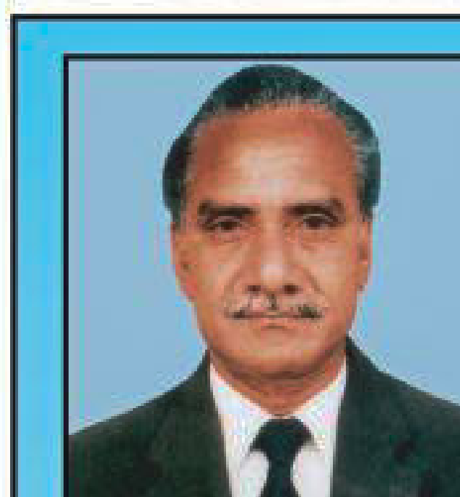

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। নানাবিধ প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ইলিশের প্রজনন ও বিচরণস্থলের ব্যাপক বিপর্যয়ের পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে মা ইলিশ আহরণ, কারেন্ট জালের ব্যবহার, অধিক মাত্রায় জাটকা নিধন ইত্যাদি কারণে ইলিশের কাঙ্খিত উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার চলমান জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও ফলপ্রসূকরণে জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন, জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আনয়ন, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ বিতরণ, গণসচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ সমন্বিত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে। ফলশ্রুতিতে গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৪৬৫ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে এবং ইলিশ রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ২৯৪ কোটি টাকা। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এর'ই অংশ হিসেবে আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থা ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ২০১২ সালে জাটকা রক্ষায় অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম সকল মহলে প্রসংশিত হয়েছে। এছাড়াও বরগুনা জেলায় একটি নতুন ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপনের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের এলাকা ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে ইলিশের সহনশীল উৎপাদনে আশাতীত সুফল পাওয়া যাবে। এ ছাড়া জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধনের আওতাভূক্ত করে ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

জাটকা রক্ষার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় অন্যান্য বছরের ন্যায় মৎস্য অধিদপ্তর এ বছরও ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' উদযাপন করতে যাচ্ছে। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩ এর প্রতিপাদ্য "রক্ষা করলে জাটকা মাছ, ইলিশ পাবেন বারো মাস"। এ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে সুফলভোগী সম্প্রদায় বিশেষ করে জাটকা জেলে, মৎস্যজীবী, ইলিশ ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, বরফকল মালিক, বোট মালিকসহ আপামর জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে এবং সার্বিকভাবে ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম সফল হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে জাটকা রক্ষা এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আমি 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস,এমপি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফাল্গুন ১৪১৯
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে 'রক্ষা করলে জাটকা মাছ, ইলিশ পাবেন বারো মাস' দেশব্যাপী ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ৪ মার্চ 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আবহমান বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে ইলিশ মাছের স্বাদ, গন্ধ আর মোহনীয় রূপ। ইলিশের জন্য বিশ্বজুড়ে রয়েছে আমাদের আলাদা খ্যাতি ও পরিচিতি। আমাদের জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজ আমিষের যোগান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলিশ মাছে বিদ্যমান উচ্চমাত্রার আমিষ, চর্বি ও খনিজ পদার্থ আমাদের মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশ্বে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নেই। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা রয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ কৃতিত্বের একক দাবিদার বর্তমান সরকার। এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সরকার জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি আমাদের সমাজে চরম দরিদ্রতা ও অবহেলায় বসবাসকারী জেলেদের জন্য নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আশা করি এর ফলে জেলেদের জন্য সরকারের দেয়া সকল প্রকার প্রনোদনা ও সহায়তা সঠিকভাবে জেলেদের নিকট পৌছানো সম্ভব হবে।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

নদীমাতৃক দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের জীবন, জীবিকা তথা সার্বিক অর্থনীতিতে অনাদিকাল হতে ইলিশ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের গুরুত্ব সর্বাধিক। দেশের মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ যোগান দিচ্ছে ইলিশ এবং মোট জাতীয় আয়ে ইলিশের অবদান শতকরা ১ ভাগ। উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিমাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ, কারেন্ট জাল ব্যবহার, নৌকার যান্ত্রিকায়ন, অধিক মাত্রায় জাটকা নিধন ইত্যাদি নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ইলিশের কাঙ্খিত উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষা ও একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তৎপ্রেক্ষিতে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইলিশের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলিশের সহনশীল উৎপাদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা এবং অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ সহায়তা কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের ফলে বিগত তিন বছর যাবৎ ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আজকের জাটকা-ই আগামী দিনের বড় ইলিশ। কাজেই ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জাটকা রক্ষার কোন বিকল্প নেই। জাটকা রক্ষার নিমিত্ত সর্বাগ্রে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় অন্যান্য বছরের মত মৎস্য অধিদপ্তর এ বছরও ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৪ মার্চ পর্যন্ত 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' উদযাপন করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য "রক্ষা করলে জাটকা মাছ, ইলিশ পাবেন বারো মাস"। এ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আমি "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩" এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হাই, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

নদীমাতৃক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ মূলত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ। প্রকৃতির অপার আশীর্বাদ বিচিত্র জলাভূমির এই দেশে অসংখ্য নদ-নদী ও মোহনা থেকে আমরা আহরণ করি ঝাঁকে ঝাঁকে রূপোলি ইলিশ। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ ও মূল্যবান রূপোলি সম্পদ। স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে মোহনীয় এই মাছ অতুলনীয়। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কর্মসংস্থান সৃজনে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে ইলিশ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সারা পৃথিবীতে আহরিত মোট ইলিশের মধ্যে আমাদের দেশে আহরিত ইলিশের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। অতি মাত্রায় মা ইলিশ আহরণ, জাটকা নিধন এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণত্রে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হচ্ছে বিধায় মূল্যবান ইলিশ সম্পদ রক্ষার জন্য 'মা ইলিশ' রক্ষা ও 'জাটকা নিধন' রোধের কোন বিকল্প নেই।

আমাদের দেশের জাটকা আহরণকারী জেলেরা সামাজিক ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর ও দারিদ্রপীড়িত। মাছ ধরাই তাদের জীবিকার্জনের একমাত্র অবলম্বন। শুধু আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখা দুরূহ কাজ। এ কারণে সরকার ইলিশের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাস্তবভিত্তিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত এই চার মাস দরিদ্র জেলেদেরকে জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখতে ২,০৬,২২৯ টি জেলে পরিবারকে ৩০ কেজি করে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়াও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন উপকরণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অর্থ অনুদান দিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি আইনের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন, ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা, সভা/সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, বরফকল মালিক, নৌযানমালিক, দাদনদারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে গনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার সূচিত এসব ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে আমাদের দেশে ইলিশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বরাবরের ন্যায় সরকার "রক্ষা করলে জাটকা মাছ, ইলিশ পাবেন বারো মাস" এই শ্লোগানে এ বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি হতে ৪ মার্চ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩ উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জাটকা সংরণ সপ্তাহ ২০১৩ এর গৃহীত কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আপামর জনগণ, বিশেষ করে জেলে সম্প্রদায়, মৎস্যজীবী, জাটকা আহরণ রোধে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করছি।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। এ দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০.৫% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত ২০১১-১২ আর্থিক সালে দেশে মোট ৩২.৬২ লক্ষ মে. টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যার চলতি মূল্যমান প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের মাছের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার নামিয়ে আনা, হত দরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তৃতি ইত্যাদি কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং নির্বাচনী ইস্তেহার-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্লান (২০১১-২০১৫) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো:

- মাছের উৎপাদন ২০০৮-০৯ সালের (২৭.০১ ল মে.টন) তুলনায় ২৫% বৃদ্ধিকরণ,
- জনপ্রতি আমিষের প্রাপ্যতা ৪৫ গ্রাম থেকে ৫৬ গ্রামে উন্নীতকরণ,
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক আয় আট হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ,
- বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ,
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০% বৃদ্ধিকরণ, এবং
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

বিগত ২০০৭-০৮ বছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ২৫.৬৩ লক্ষ মে. টন। বর্তমান সরকারের মেয়াদে মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন অনুকূল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩২.৬২ লক্ষ মে. টন এ উন্নীত হয়েছে। ফলে বিগত ৪ বৎসরে মাছের উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি ৬.২২%। মৎস্য সেক্টরের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৬.০ লক্ষাধিক অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী আর্থিক মহামন্দা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯২,৪৭৯.১৮ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৪,৭০৩.৯৫ কোটি টাকা (তন্মধ্যে ইলিশ রপ্তানি আয় হয়েছে প্রায় ২৯৪.০০ কোটি টাকা)।

সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

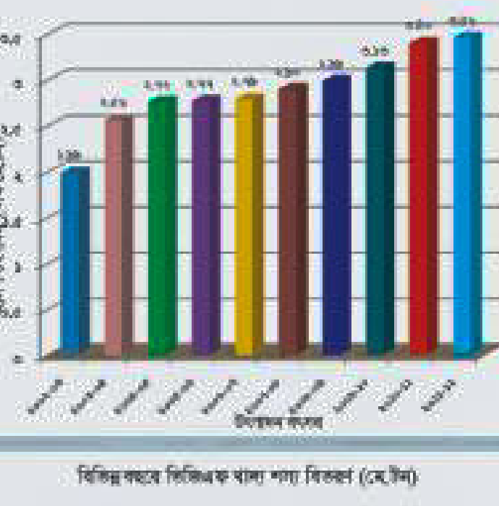

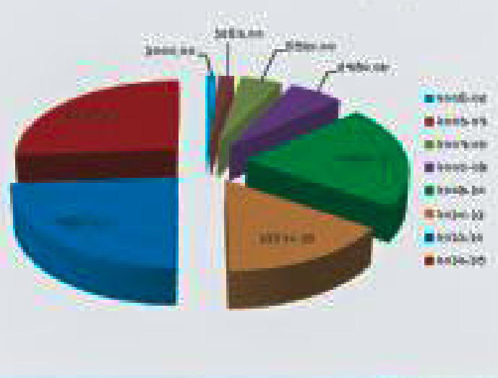

বিভিন্ন বছরে ভিজিএফ খাদ্য শস্য বিতরণ (মে.টন)

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১২ ভাগ) এবং জিডিপিতে অবদান ১%। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৬০ শতাংশ আহরিত হয় এদেশের নদ-নদী থেকে। গত ২০১০-১১ সনে দেশে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ৩.৪০ লক্ষ মে. টন, ২০১১-১২ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৩.৪৬৫ লক্ষ মে. টন, যার চলতি বাজার মূল্য প্রায় ১২,১২৮ কোটি টাকা (প্রতি কেজি গড়ে ৩৫০ টাকা হিসেবে)। বর্তমান সরকারের মেয়াদে বিগত চার বছরে ইলিশ উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪.৫৮% এবং বিগত ২০০৭-০৮ বছরের তুলনায় ২০১১-১২ বছরে ইলিশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২.৩৩ গুণ।

বাংলাদেশের অধিকাংশ উপকূলীয় এলাকা ও পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার প্রায় পাঁচ লক্ষ মৎস্যজীবী প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ আহরণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। রপ্তানি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইলিশ মাছের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কাজেই এটি সহজেই অনুমেয় দরিদ্র মৎস্যজীবী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইলিশের ভূমিকা অপরিসীম।

বিগত সরকারের আমলে (২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত) জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে জাটকা জেলেদের জন্য ভিজিএফ বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬,৯০৬ মে. টন। বর্তমান সরকারের সময়ে (২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত) মোট ৮৭,০৬৮.৪৮ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের চেয়ে ১২.৬১ গুণ বেশি।

জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম ও জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প এর অধিনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান সরকার চলমান জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও ফলপ্রসূকরণে ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন, জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আনয়ন, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ বিতরণ, গণসচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ সমন্বিত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহে নিষিদ্ধকালীন সময়ে মাছ ধরা কাঠোরভাবে প্রতিরোধ করা;
- অভয়াশ্রম স্থাপন;
- জাটকা নিধন রোধ ও মা ইলিশ রক্ষায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- জাটকা নিধন রোধে স্থানীয় প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাব সহযোগে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস নদ-নদী, মাছ ঘাট, হাট-বাজারে বিশেষ অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা;
- প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের জন্য প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের পাঁচ দিন ও পরের পাঁচ দিন (মোট ১১ দিন) উপকূলীয় এলাকাসহ সারাদেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ আইনের যথাযথ প্রয়োগ। বিগত ২ বছরে আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থা ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ২০১২ সালে মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম সকল মহলে প্রসংশিত হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ১১ দিনে মোট ১০২০ টি মোবাইল কোর্ট ও ৪৪০২ টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আইন অমান্যকারী মোট ৯০২ জন জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদানের পাশাপাশি ১২.২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৫টি জেলার মোট ৮৫টি উপজেলায় ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৮৬,২৬৪টি সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে মোট ২২,৩৫১.৬৮ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। তারই ক্রমধারায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত) ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৬টি জেলার মোট ৮৮টি উপজেলায় ২,০৬,২২৯টি জাটকা জেলে পরিবারের মধ্যে ৩০ কেজি হারে চার মাসের জন্য মোট ২৪,৭৪৭.৪৮ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জাটকা আহরণকারী জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমে ১৩.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৯,০৪২ জন সুফলভোগীর মাঝে উপকরণাদি বিতরণ করা হয়। চলতি বছরে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১৭০০ জন সুফলভোগীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ১.৩০৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের গবেষণা অংশে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণার নিমিত্ত একটি আধুনিক গবেষণা জাহাজ বিএফআরআই-এর মাধ্যমে অচিরেই ইলিশ গবেষণার কাজে সংযোজন হতে যাচ্ছে।

জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক পরামর্শ ও তত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। জাটকা রক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও টাস্কফোর্সের আওতায় জেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, জন প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত আছেন। উল্লেখ্য, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতিসহ মাননীয় সংসদ সদস্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। জাটকা রক্ষা কার্যক্রম পূর্বে শুরু হলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে কার্যকরভাবে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বিশেষ করে দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অধিকসংখ্যক জেলে পরিবারকে ভিজিএফ প্রদানের ফলে তাঁদের অন্নের সংস্থান সুনিশ্চিত হওয়ায় অধিকাংশ জেলে স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে জাটকা আহরণ থেকে বিরত থাকে বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

বিশ্বে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা নেই। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা রয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ কৃতিত্বের একক দাবিদার বর্তমান সরকার। এ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সরকার জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কৃষকদের অনুরূপ জেলেদের পরিচয় পত্র প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পের' অর্থায়নে আমাদের সমাজে চরম দরিদ্রতা ও অবহেলায় বসবাসকারী প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জেলেদের নিবন্ধন কাজ সমাপ্ত হলে সরকার প্রদেয় সকল প্রকার প্রনোদনা ও সহায়তা সঠিকভাবে প্রকৃত জেলেদের নিকট পৌছানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইলিশ মাছের অভিপ্রয়াণ, প্রজনন, বিচরণত্রে ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ করে জাটকা নিধন রোধ সময়সূচি নির্ধারণ, ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন এবং প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়কাল যুগোপযোগী করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও মৎস্যজীবী সংগঠন ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন আরো ফলপ্রসূ ও মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়ননিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প' এর কার্যক্রম জাটকা সমৃদ্ধ জেলাসমূহে সম্প্রসারণ করে জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পরিধি বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি করে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্প সংশোধনীর প্রস্তাবনায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

- জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম পূর্বের ৪ জেলার ২১ উপজেলার পরিবর্তে ১৩ জেলার ৬০ উপজেলায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। দুই বছরে ২০,০০০ নতুন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং উপকরণ বিতরণের পূর্বে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২২ জেলার ১০২ উপজেলায় সম্প্রসারণ;
- দুই বছরে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ৪৩০০ টি মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা;
- মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনার জন্য ১০ টি অতি দ্রুতগামী যন্ত্রচালিত নৌকা ক্রয়;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট এবং ডকুড্রামা, ডকুমেন্টারী, টিভি স্পট ইত্যাদি প্রচারণা সামগ্রী তৈরী ও প্রচার;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান এবং
- বরগুনা জেলায় একটি নতুন ইলিশ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা।

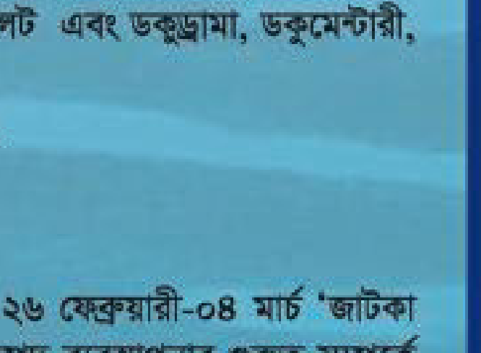

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩

জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও অর্থবহ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও ২৬ ফেব্রুয়ারী-০৪ মার্চ 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩' পালন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে গণমানুষ বিশেষ করে জাটকা জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, ইলিশের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়তদার, বোট মালিক, বরফকল মালিক, পরিবহন শ্রমিক ও অন্যান্যদের সচেতন করে তোলা এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া। সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকলের অংশগ্রহণে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে উদযাপিত হবে বলে আশা করা যায়। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **রক্ষা করলে জাটকা মাছ, ইলিশ পাবেন বারো মাস**। এর মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও সহনশীল ইলিশ উৎপাদনে জাটকা রার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সচেতন হবেন। মৎস্যজীবী জেলেসহ ইলিশ সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে জাটকা রক্ষার সংক্রান্ত আইন মেনে চলায় সচেষ্ট হবেন এবং ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে আমরা আশা করি। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১২ সফল ও কার্যকরভাবে পালিত হওয়ায় মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেইসাথে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৩-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ কামনা করছি।

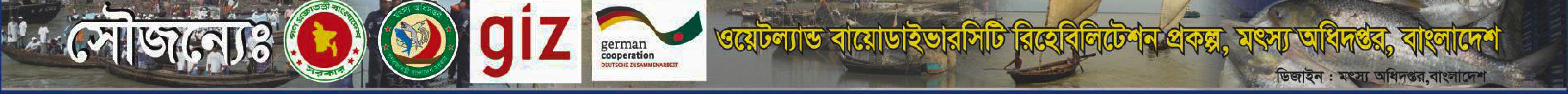

সৌজন্যেঃ

giz

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ডিজাইন : মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ